[দ্বিতীয় খসড়া]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা বিধিমালা, ২০১০

প্রস্তাবনা

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন
২। সংজ্ঞা
৩। এই বিধিমালা অন্য বিধি-বিধানের অতিরিক্ত গণ্য
৪। প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি
৫। প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা সমন্বয় জেলা কমিটি
৬। প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা সমন্বয় উপজেলা কমিটি
৭। প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা সমন্বয় ইউনিয়ন কমিটি
৮। গ্রাম সংরক্ষণ দল
৯। প্রতিবেশ কোষ
১০। প্রতিবেশ ব্যবস্থাপনা তহবিল
১১। প্রতিবেশ ব্যবস্থার ক্ষতির ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ
১২। প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা
১৩। প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার ভূমির শ্রেণী পরিবর্তন
১৪। প্রতিবেশ সংকটাপন্ন এলাকায় সায়রাত মহল ব্যবস্থাপনা
১৫। প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন
১৬। অপরাধ ও দণ্ড
১৭। বিদ্যমান প্রকল্প সংক্রান্ত বিধান
১৮। প্রতিবেদন

[দ্বিতীয় খসড়া]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখঃ

এস.আর.ও. নং- বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন) এর ধারা ২০ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন।- (১) এই বিধিমালা প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা বিধিমালা, ২০১০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই বিধিমালা সরকার কর্তৃক ঘোষিত প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় প্রযোজ্য হইবে।

(৩) এই বিধিমালা সরকারী গেজেটে প্রকাশের তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-

(অ) "অধিদপ্তর" অর্থ আইনের ধারা ৩(১) অনুসারে প্রতিষ্ঠিত পরিবেশ অধিদপ্তর;

(আ) "আইন" অর্থ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন);

(ই) "ইউনিয়ন কমিটি" অর্থ বিধি ৭ অনুসারে গঠিত প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সমন্বয় ইউনিয়ন কমিটি;

(ঈ) "উপজেলা কমিটি" অর্থ বিধি ৬ অনুসারে গঠিত প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সমন্বয় উপজেলা কমিটি;

(উ) "গ্রাম সংরক্ষণ দল" অর্থ বিধি ৮ অনুসারে গঠিত প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার গ্রাম সংরক্ষণ দল;

(ঊ) "জাতীয় কমিটি" অর্থ বিধি ৪ অনুসারে গঠিত প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি;

(ঋ) "জেলা কমিটি" অর্থ বিধি ৫ অনুসারে গঠিত প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সমন্বয় জেলা কমিটি;

(এ) "তহবিল" অর্থ বিধি ১০ অনুসারে গঠিত প্রতিবেশ ব্যবস্থাপনা তহবিল;

(ঐ) "তফসিলি ব্যাংক" অর্থ The Bangladesh Bank Order, 1972 (President's Order No. 127 of 1972) এর Article 2(j) তে সংজ্ঞায়িত Schedule Bank;

(ও) "প্রতিবেশ কোষ" অর্থ বিধি ৯ অনুসারে অধিদপ্তরে স্থাপিত প্রতিবেশ বিষয়ক কোষ;

(ঔ) "প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা" অর্থ আইনের ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) এবং বিধি ১২ এর উপ-বিধি (১) এর অধীন ঘোষিত এমন এলাকাকে বুঝাইবে যাহা অনন্য জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ বা পরিবেশগত বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ হওয়াতে ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড হইতে রক্ষা করা বা সংরক্ষণ করা প্রয়োজন;

(ক) "মন্ত্রণালয়" অর্থ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়;

৩। এই বিধিমালা অন্যান্য বিধি-বিধানের অতিরিক্ত গণ্য।- এই বিধিমালার বিধানাবলী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন বিধি বিধানকে ক্ষুন্ন করিবেনা, বরং উহার অতিরিক্ত হিসাবে কার্যকর হইবে।

৪। প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি।- (১) প্রতিবেশগত সংকট মোকাবিলার্থে একটি প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি, অতঃপর জাতীয় কমিটি বলিয়া উল্লেখিত, থাকিবে, যাহার গঠন হইবে নিম্নরূপঃ-

(অ) সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	-	সভাপতি
(আ) মহাপরিচালক, পরিবেশ ও বন অধিদপ্তর	-	সদস্য সচিব
(ই) ভুমি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্ম সচিব পদ মর্যাদার নিম্নে নহে)	-	সদস্য
(ঈ) প্রধান বন সংরক্ষক	-	সদস্য
(উ) মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর	-	সদস্য
(ঊ) মহাপরিচালক, প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর	-	সদস্য
(ঋ) মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	-	সদস্য
(এ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয় বোর্ড	-	সদস্য
(ঐ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন	-	সদস্য
(ও) মহাপরিচালক, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর	-	সদস্য
(ঔ) প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর	-	সদস্য
(ক) মহাপরিচালক, মইই উইং, স্থানীয় সরকার বিভাগ	-	সদস্য
(খ) উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক (অপরাধ), পুলিশ সদর দপ্তর	-	সদস্য

(২) জাতীয় কমিটি উহার প্রথম সভায় পরিবেশ বিষয়ের দুই জন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক এবং পরিবেশ সংক্রান্ত কার্যক্রমে সম্পৃক্ত দুইটি এনজিও হইতে দুই জন করিয়া চার জন প্রতিনিধি জাতীয় কমিটিতে কো-অপ্ট করিয়া লইবে।

(৩) প্রত্যেক গ্রেগরিয়ান পঞ্জিকা বর্ষে কমিটি কমপক্ষে দুইটি সভায় মিলিত হইবে। জাতীয় কমিটির সদস্য-সচিব সভাপতির সহিত আলোচনাক্রমে প্রত্যেক সভার তারিখ, সময় ও স্থান নির্ধারণ করিয়া ধার্য তারিখের কমপক্ষে দুই মাস পূর্বে প্রত্যেক সদস্য সমীপে নোটিশ জারী করিয়া প্রস্তাবিত সভার আলোচ্য সূচীভুক্ত করার জন্য প্রস্তাব ও কার্যপত্র আহ্বান করিবেন ও তাহা দাখিলের জন্য কমপক্ষে এক মাস সময় দিবেন, অতঃপর প্রাপ্ত প্রস্তাব ও কার্যপত্রাদি বিবেচনা করিয়া সভার চূড়ান্ত নোটিশ ও কার্যপত্র প্রত্যেক সদস্য সমীপে সভার কমপক্ষে পনের দিন পূর্বে প্রেরণ করিবেন।

(৪) জাতীয় কমিটির সভার নোটিশ, কার্যপত্র, কার্যবিবরণী, ইত্যাদি ই-মেইল (E-mail) যোগে জারী ও বিতরণ করা যাইবে ঃ

তবে উহার মুদ্রিত অনুলিপি সংশ্লিষ্ট নথিতে যেন সংরক্ষণ করা হয় তাহা সদস্য-সচিব নিশ্চিত করিবেন।

(৫) বাংলাদেশের কোন এলাকায় পরিবেশের অবক্ষয়ের কারণে প্রতিবেশ ব্যবস্থা (Ecosystem) সংকটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হইয়া থাকিলে বা হইবার আশংকা থাকিলে উক্ত এলাকাকে অবিলম্বে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা বলিয়া ঘোষণা করার জন্য জাতীয় কমিটি সরকার সমীপে সুপারিশ করিতে পারিবে এবং উক্ত এলাকায় কোন্ কোন্ কাজ বা প্রক্রিয়া নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করা সমীচীন সেই ব্যাপারেও জাতীয় কমিটি সুপারিশ করিতে পারিবে।

(৬) ইতিপূর্বে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসাবে সরকার কর্তৃক ঘোষিত হয় নাই এমন কোন এলাকায় প্রতিবেশ ব্যবস্থা সংকটাপন্ন অবস্থায় উন্নীত হইয়াছে বা হইতেছে বা নিকট সময়ে হইতে পারে মর্মে পর্যাপ্ত ও নির্ভরযোগ্য তথ্য উপাত্ত জাতীয় কমিটির কোন সদস্য কোন ভাবে সংগ্রহ করিয়া থাকিলে তিনি উক্ত তথ্য উপাত্ত তাহার বিবেচনামত বিন্যাস করিয়া স্বীয় বক্তব্য লিখিত বা মুদ্রিত আকারে বা ই-মেইল যোগে জাতীয় কমিটির সদস্য-সচিব সমীপে প্রেরণ করিতে পারিবেন এবং তাহা জাতীয় কমিটির পরবর্তী সভায় আলোচ্য সূচীভুক্ত করার জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন।

(৭) ইতিপূর্বে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা বলিয়া সরকার কর্তৃক ঘোষিত হয় নাই এমন কোন এলাকায় প্রতিবেশ ব্যবস্থা সংকটাপন্ন অবস্থায় উন্নীত হইয়াছে বা হইতেছে বা হইবার আশংকা আছে বলিয়া জাতীয় কমিটির কোন সদস্যের নিকট প্রতীয়মান হইলে উক্ত সদস্য সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিবেশ ব্যবস্থা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সদস্য-সচিব সমীপে প্রস্তাব করিতে পারিবেন। তদ্রূপ প্রস্তাব প্রাপ্তির অব্যবহিত পর সদস্য-সচিব প্রাসংগিক তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন এবং সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে একটি প্রতিবেদন জাতীয় কমিটির পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করিবেন।

(৮) কোন এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা বলিয়া ঘোষণা করার জন্য সরকার সমীপে সুপারিশ করার সময় জাতীয় কমিটি নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় রাখিবে, যথা-

(অ) সংশ্লিষ্ট এলাকা বা স্থানের ঐতিহাসিক গুরুত্ব, প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব, প্রাচীন স্মৃতি চিহ্ন, ইত্যাদি;
(আ) অন্য কোন আইনের বিধান অনুসারে উক্ত এলাকাকে বা উহার কোন অংশকে বিশেষ এলাকা বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে কিনা এবং হইয়া থাকিলে উহার শর্তাবলী;
(ই) উক্ত এলাকার প্রাকৃতিক অবস্থা ও জীববৈচিত্র্য, অভয়ারণ্য, জাতীয় উদ্যান, গেম রিজার্ভ, বন্য প্রাণীর আবাস স্থল, জলাভূমি, ম্যানগ্রোভ, বনাঞ্চল, ইত্যাদি;
(ঈ) উক্ত এলাকায় মানব বসতি থাকিলে বসবাসকারীদের জীবিকার্জন, জীবন যাপন প্রণালী, ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আচার-আচরণ;

(উ) উক্ত এলাকা প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা বলিয়া ঘোষণা করা হইলে এবং তথায় কোন কর্ম বা প্রক্রিয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হইলে সংশ্লিষ্ট এলাকাবাসীর জীবিকার্জনের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের সম্ভাব্যতা; এবং
(ঊ) এতদ্‌সংক্রান্ত প্রাসংগিক অন্যান্য বিষয়।

(৯) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা বলিয়া ঘোষিত কোন্ এলাকার জন্য কীরূপ উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে এবং উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি জাতীয় কমিটির সভায় উপস্থাপন করিতে হইবে। এতদ্‌সংক্রান্ত উপস্থাপিত তথ্য উপাত্ত পর্যালোচনা করিয়া জাতীয় কমিটি প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে এবং উক্ত নির্দেশনা অবশ্যই পালনীয় হইবে।

(১০) জাতীয় কমিটি প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সরেজমিনে উপস্থিত হইয়া পরিদর্শন ও পর্যালোচনা করিতে পারিবে এবং, ক্ষেত্রমত, তদ্রূপ পরিদর্শন ও পর্যালোচনার জন্য উপ-কমিটি গঠন করিয়া প্রেরণ করিতে পারিবে।

৫। প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা সমন্বয় জেলা কমিটি।- (১) সরকার কর্তৃক ঘোষিত প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা যে জেলায় অবস্থিত সেই জেলায় নিম্নরূপ প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা সমন্বয় জেলা কমিটি গঠন করা যাইবে-

(অ) জেলা প্রশাসক	-	সভাপতি
(আ) পুলিশ সুপার	-	সদস্য
(ই) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)	-	সদস্য
(ঈ) উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	-	সদস্য
(উ) জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	-	সদস্য
(ঊ) জেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা	-	সদস্য
(ঋ) উপ-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর	-	সদস্য
(এ) বন বিভাগের জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা	-	সদস্য
(ঐ) উপ-পরিচালক, সমাজ সেবা অধিদপ্তর	-	সদস্য
(ও) সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণ	-	সদস্য
(ঔ) জেলা আনসার ও ভি.ডি.পি কর্মকর্তা	-	সদস্য
(ক) সভাপতি, জেলা আইনজীবী সমিতি	-	সদস্য
(খ) সভাপতি, জেলা প্রেসক্লাব	-	সদস্য
(গ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা	-	সদস্য-সচিব

(২) সংশ্লিষ্ট জেলায় পরিবেশের উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমে লিপ্ত বেসরকারী সংস্থা, চা বাগান বা রাবার বাগান (যদি থাকে), সম্প্রদায় ভিত্তিক সংগঠন (যদি থাকে), পেশা ভিত্তিক সংগঠন (যদি থাকে) এবং জনহিতকর কাজে আগ্রহী শিক্ষক, ইমাম, পুরোহিত, ইত্যাদির মধ্য হইতে অনধিক ৭ (সাত) জন অরাজনৈতিক ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক জেলা কমিটিতে কো-অপ্ট করিতে পারিবেন।

(৩) জেলা কমিটির সদস্য-সচিব সভাপতির পূর্বানুমতিক্রমে জেলা কমিটির সভা আহ্বান করিবেন, সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করিবেন।

(৪) জেলা কমিটির কার্যাবলী-

(অ) এলাকায় প্রতিবেশগত সংকট সৃষ্টির কারণ ও পরিবেশের অবক্ষয়ের পরিণাম সম্পর্কে এলাকাবাসীদের মধ্যে সচেতনতা সৃজন;

(আ) প্রতিবেশগত সংকট উত্তরণের লক্ষ্যে গৃহীত উন্নয়ন পরিকল্পনার উপকারিতা সম্পর্কে এলাকাবাসীদের অবহতিকরণ ও উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সহায়তাকরণে তাহাদের উদ্বুদ্ধকরণ;

(ই) প্রতিবেশগত সংকট উত্তরণের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন পরিকল্পনা ছাড়া অন্য কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা সমীচীন ও সম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হইলে সেই ব্যাপারে প্রতিবেশ কোষ সমীপে সুপারিশ প্রেরণ;

(ঈ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় সাধারণভাবে করণীয় ও অকরণীয় (do's and don'ts) সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃজন;

(উ) সময় সময় সরেজমিনে এলাকা পরিদর্শন ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ;

(ঊ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় কোন কর্ম নিষিদ্ধকরণের ফলে জীবীকার্জনের পথ রুদ্ধ হয়ে যাওয়া এলাকাবাসীর জীবীকার্জনের বিকল্প উপায় উদ্ভাবন;

(ঋ) সংশ্লিষ্ট উপজেলা কমিটির, ইউনিয়ন কমিটির ও গ্রাম সংরক্ষণ দলের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনা প্রদান;

(এ) এলাকায় পরিবেশের ক্ষতিসাধনকারী কোন কাজ যেন কেহ না করে সেই ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং তদ্রূপ কাজ কেহ করিলে বা করার উদ্যোগ গ্রহণ করিলে অবিলম্বে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে তাহা বন্ধ করণের পদক্ষেপ গ্রহণ এবং

(ঐ) জাতীয় কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য কাজ।

৬। প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা সমন্বয় উপজেলা কমিটি।- (১) সরকার কর্তৃক ঘোষিত প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা যে উপজেলায় অবস্থিত সেই উপজেলায় নিম্নরূপ প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা সমন্বয় উপজেলা কমিটি গঠন করা যাইবে-

(অ) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	-	সভাপতি
(আ) সহকারী কমিশনার (ভূমি)	-	সদস্য
(ই) উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা	-	সদস্য
(ঈ) উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	-	সদস্য
(উ) উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা	-	সদস্য
(ঊ) উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা	-	সদস্য
(ঋ) রেঞ্জ কর্মকর্তা (বন), যদি থাকে	-	সদস্য
(এ) থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	-	সদস্য

(ঐ) উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা	-	সদস্য
(ও) উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	-	সদস্য
(ঔ) চেয়ারম্যান (সংশ্লিষ্ট সকল ইউনিয়ন পরিষদ)	-	সদস্য
(ক) গ্রাম সংরক্ষণ দল এর প্রতিনিধি	-	সদস্য
(খ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা	-	সদস্য সচিব

(২) সংশ্লিষ্ট উপজেলায় পরিবেশের উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমে লিপ্ত বেসরকারী সংস্থা, চা বাগান বা রাবার বাগান (যদি থাকে), সম্প্রদায় ভিত্তিক সংগঠন (যদি থাকে), পেশা ভিত্তিক সংগঠন (যদি থাকে) এবং জনহিতকর কাজে আগ্রহী শিক্ষক, ইমাম, পুরোহিত, ইত্যাদির মধ্য হইতে অনধিক ৭ (সাত) জন অরাজনৈতিক ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উপজেলা কমিটিতে কো-অপ্ট করিতে পারিবেন।

(৩) উপজেলা কমিটির সদস্য-সচিব সভাপতির পূর্বানুমতিক্রমে উপজেলা কমিটির সভা আহ্বান করিবেন, সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করিবেন।

(৪) উপজেলা কমিটির কার্যাবলী-

(অ) এলাকায় প্রতিবেশগত সংকট সৃষ্টির কারণ ও পরিবেশের অবক্ষয়ের পরিণাম সম্পর্কে এলাকাবাসীদের মধ্যে সচেতনতা সৃজন;

(আ) প্রতিবেশগত সংকট উত্তরণের লক্ষ্যে গৃহীত উন্নয়ন পরিকল্পনার উপকারিতা সম্পর্কে এলাকাবাসীদের অবহতিকরণ ও উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সহায়তাকরণে তাহাদের উদ্বুদ্ধকরণ;

(ই) প্রতিবেশগত সংকট উত্তরণের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন পরিকল্পনা ছাড়া অন্য কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা সমীচীন ও সম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হইলে সেই ব্যাপারে জেলা কমিটি সমীপে সুপারিশ প্রেরণ;

(ঈ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় সাধারণভাবে করণীয় ও অকরণীয় (do's and don'ts) সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃজন;

(উ) সময় সময় সরেজমিনে এলাকা পরিদর্শন ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ;

(ঊ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় কোন কর্ম নিষিদ্ধকরণের ফলে জীবীকার্জনের পথ রুদ্ধ হয়ে যাওয়া এলাকাবাসীর জীবীকার্জনের বিকল্প উপায় উদ্ভাবন;

(ঋ) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটির ও গ্রাম সংরক্ষণ দলের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনা প্রদান;

(এ) এলাকায় পরিবেশের ক্ষতিসাধনকারী কোন কাজ যেন কেহ না করে সেই ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং তদ্রূপ কাজ কেহ করিলে বা করার উদ্যোগ গ্রহণ করিলে অবিলম্বে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে তাহা বন্ধ করণের পদক্ষেপ গ্রহণ এবং

(ঐ) জেলা কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য কাজ।

৭। প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা সমন্বয় ইউনিয়ন কমিটি।- (১) সরকার কর্তৃক ঘোষিত প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা যে ইউনিয়নে অবস্থিত সেই ইউনিয়নে নিম্নরূপ প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা সমন্বয় ইউনিয়ন কমিটি গঠন করা যাইবে-

(অ) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান	-	সভাপতি
(আ) ব্লক সুপারভাইজার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	-	সদস্য
(ই) ইউনিয়ন সহকারী ভুমি কর্মকর্তা	-	সদস্য
(ঈ) ইউনিয়ন আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা	-	সদস্য
(উ) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের সকল সদস্য	-	সদস্য
(ঊ) গ্রাম সংরক্ষণ দলের প্রতিনিধি-২ জন	-	সদস্য
(এ) সহকারী প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা	-	সদস্য-সচিব

(২) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নে পরিবেশের উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমে লিপ্ত বেসরকারী সংস্থা, চা বাগান বা রাবার বাগান (যদি থাকে), সম্প্রদায় ভিত্তিক সংগঠন (যদি থাকে), পেশা ভিত্তিক সংগঠন (যদি থাকে) এবং জনহিতকর কাজে আগ্রহী শিক্ষক, ইমাম, পুরোহিত, ইত্যাদির মধ্য হইতে অনধিক ৭ (সাত) জন অরাজনৈতিক ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইউনিয়ন কমিটিতে কো-অপ্ট করিতে পারিবেন।

(৩) ইউনিয়ন কমিটির সদস্য-সচিব সভাপতির পূর্বানুমতিক্রমে ইউনিয়ন কমিটির সভা আহ্বান করিবেন, সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করিবেন।

(৪) ইউনিয়ন কমিটির কার্যাবলী-

(অ) এলাকায় প্রতিবেশগত সংকট সৃষ্টির কারণ ও পরিবেশের অবক্ষয়ের পরিণাম সম্পর্কে এলাকাবাসীদের মধ্যে সচেতনতা সৃজন;

(আ) প্রতিবেশগত সংকট উত্তরণের লক্ষ্যে গৃহীত উন্নয়ন পরিকল্পনার উপকারিতা সম্পর্কে এলাকাবাসীদের অবহতিকরণ ও উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সহায়তাকরণে তাহাদের উদ্বুদ্ধকরণ;

(ই) প্রতিবেশগত সংকট উত্তরণের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন পরিকল্পনা ছাড়া অন্য কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা সমীচীন ও সম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হইলে সেই ব্যাপারে প্রতিবেশ কোষ সমীপে সুপারিশ প্রেরণ;

(ঈ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় সাধারণভাবে করণীয় ও অকরণীয় (do's and don'ts) সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃজন;

(উ) সময় সময় সরেজমিনে এলাকা পরিদর্শন ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ;

(ঊ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় কোন কর্ম নিষিদ্ধকরণের ফলে জীবীকার্জনের পথ রুদ্ধ হয়ে যাওয়া এলাকাবাসীর জীবীকার্জনের বিকল্প উপায় উদ্ভাবন;

(ঋ) সংশ্লিষ্ট গ্রাম সংরক্ষণ দলের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনা প্রদান;

(এ) এলাকায় পরিবেশের ক্ষতিসাধনকারী কোন কাজ যেন কেহ না করে সেই ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং তদ্রূপ কাজ কেহ করিলে বা করার উদ্যোগ গ্রহণ করিলে অবিলম্বে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে তাহা বন্ধ করণের পদক্ষেপ গ্রহণ এবং

(ঐ) উপজেলা কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য কাজ।

৮। গ্রাম সংরক্ষণ দল।-

৯। প্রতিবেশ কোষ।- (১) অধিদপ্তরে প্রতিবেশ কোষ নামে একটি কোষ থাকিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লেখিত পূর্ণাঙ্গ কোষ গঠনে প্রয়োজনীয় সংগঠন ও সরঞ্জাম (Table of Organization and Equipment) এর ব্যাপারে সরকারী মঞ্জুরী লাভ সাপেক্ষে অধিদপ্তরের কতিপয় কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উপর বিদ্যমান দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করিয়া মহাপরিচালক আপাততঃ একটি কোষ অবিলম্বে গঠন করিয়া কাজ শুরু করার আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

(৩) এই বিধিমালা প্রবর্তনের তারিখ হইতে ১২০ (একশত বিশ) দিনের মধ্যে অধিদপ্তর প্রতিবেশ কোষের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল ও সরঞ্জাম এর বিবরণ সরকারী নিয়মানুযায়ী প্রস্তুত করিয়া মন্ত্রণালয়ে দাখিল করিবে এবং মন্ত্রণালয় উহা প্রাপ্তির ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে পরীক্ষা-পর্যালোচনা করিয়া, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংশোধন করিয়া, সরকারী অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়া শুরু করিবে।

(৪) প্রতিবেশ কোষের দায়িত্ব হইবে-

(অ) জাতীয় কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান;
(আ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা বলিয়া ইতিপূর্বে সরকার কর্তৃক ঘোষিত প্রত্যেক এলাকা সংক্রান্ত সংগৃহীত সকল তথ্য ও উপাত্ত এবং অফিস রেকর্ড এলাকা ভিত্তিক সুবিন্যস্তভাবে সংরক্ষণ এবং কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা বা চাহিদা অনুসারে প্রক্রিয়াকরণ, ক্ষেত্রমত, উপস্থাপন ও সরবরাহকরণ;
(ই) কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুসারে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন এলাকার প্রতিবেশ ব্যবস্থা সংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের পদক্ষেপ গ্রহণ, সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্ত এবং রেকর্ড পত্র এলাকা ভিত্তিক সুবিন্যস্তভাবে সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, ক্ষেত্রমত উপস্থাপন ও সরবরাহকরণ;
(ঈ) কোন এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসাবে ঘোষণা করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে অবিলম্বে সেই ব্যাপারে প্রাসংগিক তথ্য উপাত্ত সম্বলিত প্রস্তাব প্রস্তুত করিয়া জাতীয় কমিটির বিবেচনার্থে উপস্থাপনকরণ:

(উ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসাবে সরকার কর্তৃক ঘোষিত প্রত্যেক এলাকার জন্য পৃথক পৃথক ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ, অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন, উহার বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
(ঊ) প্রতিবেশ ব্যবস্থা সংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ এবং প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণের জন্য, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে, পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়াকরণ এবং পরামর্শকের সেবা গ্রহণ।

১০। প্রতিবেশ ব্যবস্থাপনা তহবিল।- (১) প্রতিবেশ ব্যবস্থাপনা তহবিল নামে একটি তহবিল, অতঃপর তহবিল বলিয়া উল্লেখিত, থাকিবে।

(২) তহবিলের উৎস হইবে-

(অ) বাংলাদেশ সরকারের অনুদান,
(আ) কোন বিদেশী সরকারের অনুদান,
(ই) কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার অনুদান,
(ঈ) কোন দেশী বা বিদেশী সংস্থার অনুদান,
(উ) দেশী বা বিদেশী কোন ব্যক্তির অনুদান,
(ঊ) তহবিল ব্যাংকে জমা রাখার ফলে প্রাপ্য মুনাফা।
(ঋ) ফি
(এ) আইনের ধারা ৭ এর অধীন ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ

(৩) এই তহবিলের অর্থ শুধু প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মুল্যায়নে ব্যয় করা যাইবে।

(৪) তহবিলের অর্থ তহবিলের নামে কোন তফসিলি ব্যাংকের সঞ্চয়ী হিসাবে জমা রাখিতে হইবে এবং উহা হইতে প্রয়োজনীয় লেনদেন করিতে হইবে।

(৫) তহবিলের ব্যাংক হিসাব মহাপরিচালক এবং প্রতিবেশ কোষের দায়িত্বধারী পরিচালকের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হইবে।

(৬) তহবিলের যাবতীয় আয় ব্যয়ের হিসাব নিকাশ ও রেকর্ডপত্র প্রতিবেশ কোষ কর্তৃক সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৭) প্রতি অর্থ বৎসর শেষ হওয়ার পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে প্রতিবেশ কোষ তহবিলের বার্ষিক হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করিবে এবং পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (P.O. No. 2 of 1973) এর অধীনে নিবন্ধিত কোন চাটার্ড এ্যকাউন্টেন্ট ফার্ম দ্বারা নিরীক্ষা করাইয়া লইবে।

(৮) মহাপরিচালক উপ-বিধি (৭) এ উল্লেখিত হিসাব বিবরণী এবং চাটার্ড এ্যাকাউন্টেন্ট ফার্মের নিরীক্ষা প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসর সমাপ্তির পর ১৩০ (একশত ত্রিশ) দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয় সমীপে প্রেরণ করিবেন এবং অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট এ প্রকাশ করিবেন।

(৯) উপ-বিধি (৭) এ উল্লেখিত নিরীক্ষা ছাড়াও এই তহবিল Comptroller and Auditor General (Additional Functions) Act, 1974 (Act XXIV of 1974) এর ধারা ৫ অনুসারে মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এর এখতিয়ারভুক্ত হইবে।

(১০) এই তহবিলের অর্থ ব্যয়ে কোন পণ্য বা কর্ম বা সেবা লাভের ক্ষেত্রে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৪ নং আইন) এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ এর সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী অনুসরণ করিতে হইবে।

১১। প্রতিবেশ ব্যবস্থার ক্ষতির ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ।- (১) কেহ কোন কাজ করার বা না করার ফলে প্রতিবেশ ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ক্ষতিসাধন হইয়াছে বা হইতেছে মর্মে অবহিত হওয়ার সাথে সাথে প্রতিবেশ কোষ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রাসংগিক তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করিয়া ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করিবে ও যথাযথ ক্ষেত্রে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা কি হওয়া উচিৎ তাহা উল্লেখ করিয়া আইনের ধারা ৭(১) অনুসারে মহাপরিচালকের নির্দেশের জন্য উপস্থাপন করিবে এবং উহার উপর মহাপরিচালক প্রদত্ত নির্দেশ কার্যকর করার পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

(২) মহাপরিচালকের নির্দেশ অনুসারে যথাসময়ে ক্ষতিপূরণ আদায় না করার বা সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করার ক্ষেত্রে মহাপরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত একজন কর্মকর্তা বাদী হইয়া উপযুক্ত আদালতে, ক্ষেত্রমত, দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলা দায়ের করিবেন এবং তদ্রূপ দায়েরকৃত মামলার বিচার চূড়ান্তভাবে নিষ্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক পর্যায়ে উহার কার্যক্রম অনুসরণ করিবেন ও ক্ষেত্রমত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

১২। প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা।- (১) পরিবেশের অবক্ষয়ের কারণে কোন এলাকার প্রতিবেশ ব্যবস্থা সংকটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হইয়া থাকিলে বা হইবার আশংকা থাকিলে সরকার আইনের ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) অনুসারে উক্ত এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা বলিয়া সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষণা করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লেখিত এলাকায় ইতিপূর্বে ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে (Cadastral Survey) সম্পন্ন হইয়া থাকিলে প্রজ্ঞাপনে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা এমনভাবে সুনির্দিষ্ট করিয়া উল্লেখ করিতে হইবে যে-

(অ) কোন মৌজা সম্পূর্ণরূপে সংকটাপন্ন এলাকাভুক্ত হইলে উক্ত মৌজার নাম, জেএল নং ও উক্ত মৌজা সম্পূর্ণ বলিয়া উল্লেখ করিতে হইবে;

(আ) কোন মৌজা সম্পূর্ণরূপে না হইয়া উহার এক বা একাধিক দাগ সংকটাপন্ন এলাকাভুক্ত হইয়া থাকিলে সংশ্লিষ্ট মৌজার নাম, জেএল নং, দাগ নং ও প্রত্যেক দাগের পাশে দাগ সম্পূর্ণ বলিয়া উল্লেখ করিতে হইবে;

(ই) কোন দাগ সম্পূর্ণ না হইয়া উহার অংশ বিশেষ সংকটাপন্ন এলাকাভুক্ত হইলে সংশ্লিষ্ট মৌজার নাম, জেএল নং, দাগ নং ও সংশ্লিষ্ট দাগ নম্বরের পাশে দাগের কোন্ অংশ ও জমির পরিমাণ উল্লেখ করিতে হইবে;

(ঈ) সংশ্লিষ্ট মৌজা যে থানা ও যে জেলার অন্তর্ভুক্ত সেই থানা এবং জেলার নামও উল্লেখ করিতে হইবে;

(উ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা বা উহার যে অংশ ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে বর্হিভূত তাহা অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ দ্বারা চিহ্নিত করিয়া উল্লেখ করিতে হইবে।

(ঊ) উপ-বিধি (১) এ উল্লেখিত প্রজ্ঞাপনে ঘোষিত এলাকার মানচিত্র সন্নিবেশ করিতে হইবে;

(ঋ) যে এলাকা প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা বলিয়া ঘোষণা করা হইবে সেই এলাকাকে প্রয়োজনে একাধিক অঞ্চলে বিভাজন ও চিহ্নিত করিয়া প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা যাইবে।

(৩) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় কোন্ কোন্ কর্ম বা প্রক্রিয়া চালু রাখা বা শুরু করা যাইবে না তাহা উপ-বিধি (১) এর অধীন জারীতব্য প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে এবং তাহা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন ও বিধি-বিধানের সহিত সংগতি রাখিয়াই করিতে হইবেঃ

তবে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের মধ্যে যাহা যেই এলাকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তাহা সম্পর্কে উক্ত প্রজ্ঞাপনে স্পষ্ট নির্দেশনা থাকিতে হইবে-

(অ) ইমারত নির্মাণ
(আ) কল কারাখানা (all types of manufactory)
(ই) বালু, পাথর ও অন্যান্য খনিজ পদার্থ আহরণ
(ঈ) বৃক্ষ কর্তন
(উ) জ্বালানী কাঠের ব্যবহার
(ঊ) পর্যটন
(ঋ) প্রাকৃতিক ঐতিহ্য (Natural heritage)
(এ) পুরাকীর্তি (Man-made herigate)
(ঐ) বৃষ্টির পানি এবং ভূ-পৃষ্ঠের ও ভু-গর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা
(ও) প্লাষ্টিক ও প্লাষ্টিক জাতীয় দ্রব্যের ব্যবহার ও পরিত্যজন (Disposal)
(ঔ) বিপদ জনক বর্জ্য (Hazardouns waste)
(ক) কঠিন আবর্জনা (Solid waste)
(খ) পয়ঃনিস্কাশন
(গ) শব্দ দূষণ
(ঘ) সড়ক, রেলপথ, সেতু, জেটি, ঘাট, পন্টুন, ইত্যাদি নির্মাণ
(ঙ) পাহাড়ের ঢালের ব্যবহার
(চ) প্রাকৃতিক প্রস্রবণ বা ঝর্ণা
(ছ) যানবাহন চলাচল
(জ) পশু, পক্ষী এবং মৎস্য শিকার [The Conservation and Protection of Fish Act, 1850, The Animals Slaughter (Restriction) and Meat Control Act, 1957, The Wild Life (Preservation) Order, 1973 এর সংশ্লিষ্ট বিধানাবলীর আলোকে]।

(৪) উপ-বিধি (১) এ উল্লেখিত প্রজ্ঞাপন জারীর অন্তত দুই মাস পূর্বে উক্ত প্রজ্ঞাপনের খসড়া মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে এবং জাতীয় পর্যায়ের দুইটি বাংলা দৈনিক পত্রিকায় কমপক্ষে একদিন প্রকাশ করিয়া স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ও আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের মতামত আহ্বান করিতে হইবে এবং এইভাবে প্রাপ্ত মতামতসমূহ পরবর্তী জাতীয় কমিটির সভায় উপস্থাপন করিতে হইবে।

(৪) উপ-বিধি (১) এর অধীন জারীকৃত প্রত্যেক প্রজ্ঞাপনের অনুলিপি জাতীয় কমিটির প্রত্যেক সদস্য, অধিদপ্তর, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সিটি কর্পোরেশন বা পৌর সভার মেয়র বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সহকারী কমিশনার (ভূমি), থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এবং ইউনিয়ন ভূমি অফিস বা ক্ষেত্রমত, তহশীল অফিস সমীপে প্রেরণ করিতে হইবে।

(৫) উপ-বিধি (১) এ উল্লেখিত প্রজ্ঞাপন জারীর অব্যবহিত পর উহা পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের এবং অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে, জাতীয় পর্যায়ের একটি বাংলা দৈনিক পত্রিকায় কমপক্ষে একবার এবং প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা বলিয়া ঘোষিত এলাকা হইতে স্থানীয়ভাবে কোন দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া থাকিলে উহাতে কমপক্ষে একবার প্রকাশ করিতে হইবে। তাহা ছাড়াও উক্ত প্রজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা বলিয়া ঘোষিত এলাকাস্থিত প্রত্যেক হাট-বাজারে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় প্রার্থনালয়ের পার্শ্বে সাইন বোর্ড আকারে প্রকাশ ও প্রচারের পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।

১৩। প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার ভূমির শ্রেণী পরিবর্তন।- (১) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা সম্বলিত প্রজ্ঞাপনের অনুলিপি প্রাপ্তির সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) এবং ভূমি সহকারী কর্মকর্তা নিজ নিজ অফিসে সংরক্ষিত রেজিষ্টার ১ এ সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক খতিয়ানে মন্তব্যের ঘরে টোকা লিপিবদ্ধ করিবেন যে "পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র ব্যতীত শ্রেণী পরিবর্তনযোগ্য নহে।"

(২) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকাভুক্ত কোন ভূমির শ্রেণী পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে উক্ত ভূমির মালিক সংশ্লিষ্ট ভূমির রেকর্ড ও শ্রেণী পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট উল্লেখ করিয়া শ্রেণী পরিবর্তনের ছাড়পত্র চাহিয়া পরিবেশ অধিদপ্তরের স্থানীয় উপ-পরিচালক সমীপে একটি পত্র দিবেন। উক্ত পত্র প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট উপ-পরিচালক সরেজমিনে পরিদর্শন করিয়া যদি দেখেন যে, চাহিত শ্রেণী পরিবর্তন করার ফলে উক্ত ভূমির পারিপার্শ্বিক প্রতিবেশ ব্যবস্থার তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ক্ষতিসাধন হইবে না সেই ক্ষেত্রে চাহিত ছাড়পত্র ইস্যু করিয়া সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক সমীপে প্রেরণ করিবেন এবং উহার একটি অনুলিপি পত্রদাতা সমীপে প্রেরণ করিবেন। সরেজমিনে পরিদর্শনে যদি দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট ভূমির চাহিত শ্রেণী পরিবর্তনের ফলে পারিপার্শ্বিক প্রতিবেশ ব্যবস্থার ব্যাপক ক্ষতিসাধন হইতে পারে সেই ক্ষেত্রে পত্র প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে চাহিত ছাড়পত্র ইস্যুকরণ সমীচীন নহে মর্মে সংশ্লিষ্ট উপ-পরিচালক পত্র দাতাকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এ উল্লেখিত উপ-পরিচালকের সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি মহাপরিচালক সমীপে আপীল দায়ের করিতে পারিবেন। মহাপরিচালক আপীল স্মারক প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অন্য কোন অফিসার দ্বারা সরেজমিনে তদন্ত করাইয়া আপীলটি নিষ্পন্ন করিবেন।

১৪। প্রতিবেশ সংকটাপন্ন এলাকায় সায়রাত মহল ব্যবস্থাপনা।- প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকাস্থিত সায়রাত মহালের ক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য বিধায় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সহিত আলোচনাক্রমে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকাস্থিত সায়রাত মহাল ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা প্রণয়ন ও প্রবর্তন করিবে।

১৫। প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন।- (১) কোন এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা করিয়া প্রজ্ঞাপন যেই তারিখে সরকারী গেজেটে প্রকাশ করা হইবে সেই তারিখ হইতে ১২০ (একশত বিশ) দিনের মধ্যে সেই এলাকার ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিবেশ কোষ একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়া মহাপরিচালক সমীপে উপস্থাপন করিবে। মহাপরিচালক উক্ত পরিকল্পনা উপস্থাপনের তারিখ হইতে ৩০

(ত্রিশ) দিনের মধ্যে পর্যালোচনা করিয়া, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিমার্জন করিয়া মন্ত্রণালয় সমীপে প্রেরণ করিবেন। মন্ত্রণালয় উক্ত পরিকল্পনা প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে পরীক্ষা করিয়া, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিমার্জন করিয়া অনুমোদন জ্ঞাপন করিবে অথবা অনুমোদন না করার সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে এবং উহার কারণও উল্লেখ করিবে।

(২) মন্ত্রণালয় হইতে অনুমোদন প্রাপ্তির তারিখ হইতে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে প্রতিবেশ কোষ সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

(৩) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা বলিয়া ঘোষিত প্রত্যেক এলাকার জন্য স্বতন্ত্র আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করিতে হইবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কোন এলাকাকে একাধিক উপ-অঞ্চলে ভাগ করিয়া উপ-আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যাইবে এবং তদ্রূপ ক্ষেত্রে আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনা হইবে সংশ্লিষ্ট উপ-আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের সমাহার।

(৪) পরিকল্পনা প্রণয়নকালে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনায় রাখিতে হইবে-

(অ) সংশ্লিষ্ট এলাকায় যে কারণে পরিবেশের অবক্ষয় হইয়াছে বা হইতেছে বা হওয়ার আশংকা আছে উহা রোধ করার বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ;
(আ) সংশ্লিষ্ট এলাকায় পরিবেশের যে ক্ষতি সাধিত হইয়াছে বা হইতেছে তাহা দ্রুত পূরণের বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ;

(ই) বৃক্ষ শূন্য বা হ্রাস হইয়া যাওয়া স্থানে বিশেষতঃ সরকারী বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন ভূমিতে বৃক্ষ রোপণ;
(ঈ) The Canals Act, 1864. The Irrigation Act, 1876, The Tanks Improvement Act, 1939, The Irrigation Water Rate Ordinance, 1983, The Ground Management Ordinance, 1985, ইত্যাদির সংশ্লিষ্ট বিধানাবলীর আলোকে পানি ব্যবস্থাপনা;

(ই) সংশ্লিষ্ট এলাকায় বিভিন্ন কর্ম বা প্রক্রিয়া আইনের ধারা ৫ এর উপ-ধারা (২) অনুসারে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার পর উক্ত কর্ম বা প্রক্রিয়ার সহিত সম্পৃক্ত লোকজনের জীবিকার্জনের বিকল্প উপায়;
(ঈ) সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট এলাকাবাসীর মধ্যে সচেতনতা সৃজন;
(উ) সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট এলাকাবাসী যেন আন্তরিকভাবে সহায়তা করেন সেই লক্ষ্যে তাহাদের উদ্বুদ্ধকরণ;
(ঊ) সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থায়ন;
(ঋ) পরিকল্পনা স্বল্পতম সময়ে বাস্তবায়ন সম্ভাব্যতা; এবং
(এ) প্রাসংগিক অন্যান্য বিষয়, যদি থাকে।

১৬। অপরাধ ও দণ্ড।- (১) আইনের ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) এবং বিধি ১১ এর উপ-বিধি (১) এর অধীনে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসাবে ঘোষিত এলাকায় আইনের ধারা ৫ এর উপ-ধারা (২) এবং বিধি ১১ এর উপ-বিধি (৩) এর অধীন নিষিদ্ধ কর্ম বা প্রক্রিয়া চালু রাখা বা শুরু করা হইলে উহা হইবে আইনের ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (১) এর ক্রমিক নং ২ অনুসারে দন্ডণীয় অপরাধ।

(২) আইনের ধারা ৭ এর উপ-ধারা (১) এবং বিধি ১০ এর উপ-বিধি (১) এর অধীন মহাপরিচালক প্রদত্ত নির্দেশ অমান্যকরণ আইনের ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (১) এর ক্রমিক নং ৫ অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ।

(৩) বিধি ১৩ এ উল্লেখিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কেহ কোনরূপ বাধা প্রদান করিলে বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিলে বা বাধা প্রদানের বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির চেষ্টা করিলে এবং বাধা প্রদানে বা প্রতিবন্ধকতা সৃজনে সহায়তা করিলে তাহা হইবে স্বতন্ত্র অপরাধ এবং তাহা দুই বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড বা ১০ (দশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

১৭। বিদ্যমান প্রকল্প সংক্রান্ত বিধান।- (১) ইতিমধ্যে সরকার কর্তৃক ঘোষিত প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে উপকূলীয় ও জলাভূমি জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (Coastal and Wetland Biodiversity Management Project) নামে যে প্রকল্প চুল করা হইয়াছে তাহা এমনভাবে চালু রাখা যাইবে যেন তাহা এই বিধিমালার অধীনে চালু করা হইয়াছে। (২) বিদ্যমান উপকূলীয় ও জলাভূমি জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (CWBMP) প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং উহার বিভিন্ন দিকের সফলতা ও ব্যর্থতা হইতে আহরিত জ্ঞাপন ও অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার জন্য উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নে ও বাস্তবায়নে কাজে লাগানো যাইবে।

১৮। প্রতিবেদন।- (১) অধিদপ্তর প্রতিবেশ সংক্রান্ত ষান্মাসিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয় সমীপে প্রেরণ করিবে।

(২) প্রতি জানুয়ারী হইতে জুন পর্যন্ত সময়ের প্রতিবেদন পরবর্তী ৩১ শে জুলাই তারিখের মধ্যে এবং প্রতি জুলাই হইতে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ের প্রতিবেদন পরবর্তী ৩১শে জানুয়ারী তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে পৌঁছাইতে হইবে।

(৩) প্রতিবেদনে প্রতিবেশ কোষ কর্তৃক সংগৃহীত প্রতিবেশ সংক্রান্ত তথ্যাবলীর এলাকা ভিত্তিক সার-সংক্ষেপ, তহবিলের আয়-ব্যয়, প্রতিবেশ ব্যবস্থার ক্ষতি রোধের ব্যাপারে গৃহীত ব্যবস্থাদির সংক্ষেপিত বিবরণ এবং প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা ও উক্ত এলাকার ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য এবং সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্দেশিত অন্যান্য তথ্য অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।